গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
www.jdpc.gov.bd
=======

বিষয়ঃ অংশীজনের অংশগ্রহণ মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: গোপাল চন্দ্র দাশ নির্বাহী পরিচালক ও যুগ্মসচিব, জেডিপিসি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
স্থান	: জেডিপিসি'র সম্মেলন কক্ষ (১৪৫ মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা)
সভার তারিখ ও সময়	: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. সকাল- ১১।৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিতি	: **পরিশিষ্ট-'ক'**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশপূর্বক মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। সভাপতি বলেন, পাট থেকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে পাটখাতের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। জেডিপিসি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯১০ জন বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা নিবন্ধিত হয়েছে। এ সকল উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২৮২ প্রকারের বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবিত হয়েছে, যা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে। জেডিপিসিকে পাটপণ্য বহুমুখীকরণের মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং সরকারি বাজেটভূক্ত হওয়ার জন্য আইনগত রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন হবে। এটি সম্পন্ন হলে উদ্যোক্তাদের সরকারি নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

২। আগামীতে বছরের প্রথমেই প্রশিক্ষণ ও মেলা অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থানের তালিকা ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলে পরিচালক (এমআরপি) উল্লেখ করেন। উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পণ্যগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাজারে বহুমুখী পাটের তৈরি নতুন কি কি পণ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সকলের জানা থাকলে ক্রেতাকে বুঝানো সহজ হয়। বহুমুখী পাটপণ্য প্রদর্শণের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেন, মেলা আয়োজনের পূর্বে সোস্যাল মিডিয়াতে এবং অন-লাইন এ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

২.১। **তুলিকা'র**-এর স্বত্বাধিকারী জনাব ইসরাত জাহান জানান, জেডিপিসি হলো উদ্যোক্তাদের আস্থার জায়গা। বর্তমানে জেডিপিসি একটি কর্মক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং কাজের গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু জেডিপিসি উদ্যোক্তাদের ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করে, সেহেতু উদ্যোক্তাদের উচিত কাজের প্রতি অতিযত্নবান হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। উদ্যোক্তাদের তৈরি দৃষ্টিনন্দন, রুচিশীল ও আকর্ষনীয় পণ্যের সাথে জেডিপিসি'র ভাবমুর্তির বিষয় জড়িত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালকগণ খুব তড়াতাড়ি বদলি হওয়াতে প্রতিষ্ঠানটি মাঝে মাঝেই কাজের গতি হারিয়ে ফেলে।

২.২। **পাটের রানী বকুল বিলাশ** এর প্রোপ্রাইটর জনাব বকুল বেগম বলেন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর হলেও এই শহরটি জামালপুর জেইএসসি'র আওতাধীন তাই ফেব্রিক্সসহ অন্যান্য উপকরণ জামালপুর সেন্টার থেকে পেলে উদ্যোক্তাদের খরচ ও সময় বেচেঁ যায় এবং উদ্যোক্তারা লাভবান হয়। আর উদ্যোক্তাদের সহায়তা করাই জেডিপিসি'র কাজ।

২.৩। **মি. মেহেদি হাসান** বলেন, উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে। জেডিপিসি থেকে উদ্যোক্তাদের এডভান্স লেবেলের প্রশিক্ষণ করানোর ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি আরো বলেন, ডিজাইনের জন্য স্পেশাল প্রশিক্ষণ ও online প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

২.৪। **কানেকশন বিডি** এর সিইও মি.মাহমুদ বলেন, আমোদের দেশে সরকারিভাবে বহমুখী পাটপণ্যের কোন গবেষণাগার নেই, তাই আমাদের একটি আধুনিকমানের বহমুখী পাটপণ্য গবেষণাগার দরকার। তিনি বলেন, জেডিপিসি যেহেতু বহমুখী পাটপণ্যের জন্যই গঠিত হয়েছে তাই এখানে একটি গবেষণাগার স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন ।

২.৫। **হ্যান্ড মেইড বিডি** এর ব্যবস্থাপনা পার্টনার মি. আশিক বলেন, ই-কমার্স এর উপর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে জেডিপিসি'র বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা উচিৎ। তিনি বর্হিঃবিশ্বে রপ্তানির উপর উদ্যোক্তাদের করণীয় সম্পর্কে একটি আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন।

২.৬। **ডিজাইন বাই রুবিনা** এর স্বত্বাধিকারী জনাব রুবিনা বলেন, বহমুখী পাটপণ্যে ট্রেন্ড বুঝে এবং শিখে এ ব্যবসায় আসা উচিৎ। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার দুইটি ভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থা। তাই সকলকে বুঝে ও শিখে নিজেদের তৈরি করা পণ্য নিয়ে এই ব্যবসায় নামা উচিৎ।

২.৭। **খুলনা জুটেক্স এর ব্যবস্থাপনা** পরিচালক মোঃ দুলাল হোসেন বলেন, বাংলাদেশে জুটের উপর রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের শিল্পপতিদের এগিয়ে আসা উচিৎ। পাটপণ্যের প্রচার-প্রসারের জন্য জেডিপিসিসহ সকল মন্ত্রণালয়ের সকল অনুষ্ঠানের ব্যানার পাটের হওয়া উচিৎ বলেন তিনি মনে করেন।

২.৮। ময়মনসিংহ থেকে আগত জনাব আইনু নাহার বলেন, একজন সাধারণ মানুষ থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার পিছনে যে,কত পরিশ্রম, কত কষ্ট, কত বাধা-বিপত্তি জমা থাকে, কত যে সফলতার গল্পের জন্ম নেয়। সে সকল উদ্যোক্তাদের জীবন সংগ্রামের গল্প কাহিনীর রেকর্ড করে প্রচার করা উচিৎ, যেন উদ্যোক্তার সামনে চলা জন্য আরও নতুন উদ্যোমে কাজ করতে পারে। মন্ত্রণালয় ও জেডিপিসি থেকে এদের পুরুস্কৃত করলে উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস ও কাজের গতি বেড়ে যাবে। তিনি বলেন জেডিপিসি ও জেইএসসি থেকে সব সময় বিভিন্ন প্রকার সেবা উদ্যোক্তারা পেয়ে আসছে। উদ্যোক্তাদের বহমুখী পাটপণ্য এখন সারা বিশ্বের পণ্য তাই এ পণ্যের সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৯। **সু-আশৈর** ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অকুল বলেন, ফেব্রিক্স তৈরির উদ্যোক্তা এবং প্রোডাক্ট তৈরির উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা দরকার, এতে করে দুই জনেরই সমস্যা ও তা নিরুপনের উপায় খুজে পাওয়া যাবে ।

২.১০। **সুমাইয়া উইভিং ফ্যাক্টরীর** স্বত্বাধিকার জনাব মোঃ আঃ ছালাম বলেন, নরসিংদী একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা রয়েছে। নরসিংদীতে জেডিপিসি'র আওতাধীন একটি জেইএসসি সেন্টার ছিল। উক্ত সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা হতো। বর্তমানে জেডিপিসি'র আওতাধীন জেইএসসি সেন্টারটি নরসিংদীতে না থাকার কারণে উদ্যোক্তাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তাই আবারও পূনরায় জেইএসসি সেন্টার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নরসিংদীর উদ্যোক্তাদের সেবা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে তিনি অনুরোধ জানান।

৩। **বেঙ্গল ব্রেইডেড** এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল বলেন, উদ্যোক্তারা কোন না কোন ভাবে জেডিপিসি থেকে উপকৃত হয়েছে। মিডিয়া ব্যবহার করে পাটপণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে। দেশের ভিতরের অফিস গুলোতে পাটপণ্য ব্যবহারের প্রচার চালাতে হবে। ঢাকায় একটিমাত্র বহুমুখী পাটপণ্যের সেলস সেন্টার আছে। তিনি বলেন, যদি ঢাকার আরো বিভিন্ন জায়গায় আউটলেট স্থাপন করা যায় তবে, বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার-প্রচারণা, ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ও উদ্যোক্তাদের বিপণনে সহায়তা হবে। তিনি জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের নিজের প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে পণ্য তৈরি করে নিজের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরির পরামর্শ প্রদান করেন। জেডিপিসি'র প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্রে পণ্যের প্রেজেন্টেশন আরো ভাল হওয়া উচিৎ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। উদ্যোক্তাদেরকে তাদের নিজেদের পণ্য বিশ্ববাজারের সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদা মোতাবেক তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি গুলশান ও বনানীতে জেডিপিস'র অন্ততঃ আরো একটি আউটলেট স্থাপনের অনুরোধ জানান।

৩.১। **বাংলা ক্র্যাফ্ট** এর প্রতিনিধি বলেন, জেডিপিসি'র ফেব্রিক্স তৈরির উদ্যোক্তা ও পাটের সুতা তৈরির উদ্যোক্তা উভয়ের সাথে মতবিনিময় করলে সুফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, জেডিপিসিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। এসএমই এবং বাংলাক্রাফটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একসাথে মেলার ব্যবস্থা করলে সকলের জন্য ভাল হয় বলে তিনি মনে করেন।

৩.২। মনিটরিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সিকিউটিভ জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম বলেন, আগামী অক্টোবর ২০২৩ এর প্রথম সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহীদের মেলায় অংশগ্রহণের জেডিপিসিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানান।

৩.৩। প্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নির্বাহী জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, উদ্যোক্তাদের জন্য জেডিপিসি আর জেডিপিসি'র জন্য উদ্যোক্তা। জেডিপিসি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, মেলা, সচেতনতামূলক কর্মশালা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে আসছে। জেডিপিসি'র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রটি উদ্যোক্তাদের জন্যই নির্মিত। এছাড়াও সারাদেশে জেডিপিসি'র আওতাধীন ০৬টি জেইএসসি'র মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাঁচামালসহ বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশে জেডিপিসি'র জেইএসসি গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি উপস্থিত সকলকে জাতীয় শুদ্ধাচার, সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, জেডিপিসি সকল অভিযোগ, অনুযোগ পরামর্শ নিয়েই এগিয়ে চলছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সবসময় উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সঠিক সেবাটি প্রদানের চেষ্টা করে থাকে।

৩.৪। আনা ফ্যাশনের পরিচালক বেগম নার্গিস পারভীন বলেন, জেডিপিসি উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে নার্সিং করে আসছে। তবে, বর্তমানে মেলা না হওয়াতে উদ্যোক্তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই অধিক সংখ্যক মেলার আয়োজন জরুরী হয়ে পড়েছে এবং জেডিপিসি সে ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, বর্হিঃবিশ্বে ফেব্রিক্স যে দামে বিক্রয় হয় জেডিপিসি'র উদ্যোক্তারা যেন তার চেয়ে কম দামে ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৩.৫। সভাপতি বলেন যে, পাটের ব্যবহার সম্প্রসারণে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, নতুন ডিজাইন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। জেডিপিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। সোনালি আঁশ পাটের সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে

পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার-প্রচারণাসহ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জেডিপিসি উদ্যোক্তাদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ বিষয়ে আরও বলেন, অর্থবছর ওয়ারী প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ প্রার্থী বাছাইপূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। জেডিপিসি কর্তৃক নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের জীবন কাহিনী ও সৃজনশীল কাজ নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। এই কাজের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাজের গতি আগ্রহ বাড়বে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। প্রতিকূল পরিবেশেও বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ বছর আরো বেশি রপ্তানি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জেডিপিসি'র আওতাধীন সকল জেইএসসি গুলোতে পর্যাপ্ত জুট-ফেব্রিক্স, জুট-সুতা ও অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখা হবে। সকল উদ্যোক্তাগণ নিজ নিজ নিকটতম সেন্টার থেকে এ গুলো সংগ্রহ করতে পারবেন, প্রয়োজনে কুরিয়ারের মাধ্যমেও পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। জেডিপিসি কর্তৃক বহুমুখী পাটপণ্যের মেলার আয়োজন করা হবে এবং এ সকল মেলায় অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মানসম্পন্ন পণ্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন। মেলা আয়োজনের আগে প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা করা হবে যেন, মেলা ফলপ্রসু হয়।

০৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১.। সকল জেইএসসিতে পর্যাপ্ত ফেব্রিক্স এ সুতার মজুত রাখতে হবে।

৪.২। জেডিপিসি'র নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের জীবন কাহিনী নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩। প্রশিক্ষণ শুরুর আগে জেডিপিসি'র নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৫। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/২/২০২০

(গোপাল চন্দ্র দাশ)
নির্বাহী পরিচালক
ও
যুগ্মসচিব